দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে গত বুধবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির। বাংলাদেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম। স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইহা যে একটি নবতর ও তাৎপর্যপূর্ণ যোজনা তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও উন্নত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা গেলে দেশেই বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা সম্ভবপর বলিয়াও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলা বাঞ্ছনীয় যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা কোনোমতেই অগ্রাহ্য করিবার মতো নহে। বিবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখন প্রায় সবধরনের আধুনিক চিকিৎসা পাওয়া যায়। তবে জনমনে এই বিষয়ে এখনও আস্থার সংকট যে কিছুটা হইলেও রহিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আগুনে কিংবা অন্য কোনো প্রকারে পুড়িয়া যাওয়ার সমস্যাটি মোটেও স্বাভাবিক নহে। ইহার নিরাময় যেমন ব্যয়বহুল, তেমনই প্রয়োজন বিশেষায়িত চিকিৎসা। আগুনে পুড়িয়া শরীর ঝলসাইয়া যাইবার মতো সংকটজনক অবস্থায় নিপতিত হইবার ঘটনা যে কোনো সময়, দেশের যে কোনো অঞ্চলে ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াও চলিয়াছে। তবে গত বৎসর এবং তার আগের বৎসর হরতাল-অবরোধের নামে পেট্রল বোমা মারিয়া মানুষ পোড়াইয়া মারিবার যে হিংস্র মচ্ছব দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাতে সমস্যাটি আমাদের চিন্তার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে আরও প্রকটভাবে। শত শত দগ্ধ নারী পুরুষ ও শিশুর যন্ত্রণাকাতর কান্না আর পোড়া গন্ধে বাতাস তখন ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। আগুনে পুড়িয়া মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হইয়াছেন শতাধিক আদম সন্তান। সেদিন জাতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে পোড়া রোগীর আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা। এমনিতেই প্রতি বৎসর দেশে কমবেশি ছয় লক্ষ মানুষ দগ্ধ হইয়া থাকেন। আগুন লাগিয়া , বিদ্যুস্পৃষ্ট হইয়া, গ্যাস পাইপ বা সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হইয়া এবং আরও নানান প্রকারে দগ্ধীভূত হইবার ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সাধারণ চিকিৎসায় আগুনে পোড়া রোগী সারিয়া উঠিলেও বহু ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। মুখাবয়বসহ শরীরের দগ্ধ অংশে এমন বিকৃতি ঘটিয়া যাইতে পারে, যাহাতে তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপনও কঠিন হইয়া পড়ে। প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে এই মানবিক সমস্যাটিরও সমাধান সম্ভব। বলা বাহুল্য যে, আগুনে পোড়া ছাড়াও অন্য যে কোনো দুর্ঘটনায় অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব ঘটিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক সার্জারির বিকল্প নাই। এই সমস্যার ব্যাপ্তির তুলনায় আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্যই বলিতে হইবে। যেখানে প্রয়োজন প্রায় দেড় হাজার সার্জন, সেখানে আমাদের আছেন মাত্র ৫২ জন। এমতাবস্থায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এইখানে পোড়া রোগিগণ যেমন আধুনিক চিকিৎসা পাইবেন, তেমনই তৈয়ার হইবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-সার্জন। আমরা সরকারের এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।